ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক

Ebong Prantik

বর্ষ ১৩, সংখ্যা ৩১, জানুয়ারি ২০২৬



এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor: 8.51
Vol. 13th Issue 31st, January, 2026

তৃতীয় খণ্ড

সম্পাদক

সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পো:- কেষ্টপুর, কলকাতা – ৭০০ ১০২

Ebong Prantik
A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor: 8.51
[ISSN: 2582-3841(O), 2348-487X(P)]
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700 102, and
Printed by Anuprintha printing House, Kolkata - 700 012,
Vol. 13th Issue 31st, 19th January, 2026, Rs. 900/-
E-mail: ebongprantik@gmail.com
Website: www.ebongprantik.in

প্রকাশ

১৩ তম বর্ষ ও ৩১ তম সংখ্যা

১৯ জানুয়ারি, ২০২৬

ISSN: 2582-3841 (Online)
2348-487X (Print)

কপিরাইট

সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক

এবং প্রান্তিক

আশিস রায়

রেজিষ্টার্ড অফিস

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ কেষ্টপুর, কলকাতা ৭০০ ১০২

সৌরভ বর্মন

ফোন- ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ

অনুপ্রিন্থ প্রিন্টিং হাউস, ৪১ শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা- ৭০০ ০১২

ফোন- ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মূল্য : ৯০০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ,
ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী, ড. সেলিম বক্স মণ্ডল, ড. প্রবীর প্রামাণিক,
ড. মনোজ মণ্ডল, সুজয় সরকার

বিশেষজ্ঞমণ্ডলী

ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সৌমিত্র শেখর (বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমন গুণ (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুব্রত জ্যোতি নেওগ (অসমীয়া বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী (বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজন্তা বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. হোসনে আরা জলী (বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. দীপঙ্কর মল্লিক (বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)
ড. বিনায়ক রায় (ইংরাজি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজিত মণ্ডল (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অনির্বাণ সাহু (বাংলা বিভাগ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মৃণ্ময় প্রামাণিক (সি.আই.এল., এস.এল.এল., সি.এস. জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. ইনতাজ আলী (ইংরেজি বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদকমণ্ডলী

ড. রুপকুমার পন্ডা (অধ্যক্ষ, মধ্যমগ্রাম বি.এড. কলেজ)
ড. অজয় কুমার দাস (বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়)
ড. অজয় ঘোষ (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)
ড. চিরঞ্জিত সেতুয়া (বি.এড. বিভাগ, মধ্যমগ্রাম বি.এড. কলেজ)
ড. আশীষ কুমার সাউ (বাংলা বিভাগ, এম.আর, মহিলা কলেজ, বিহার)
ড. রতন সরকার (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম)

কার্যকরী সম্পাদক - সৌরভ বর্মন
সহ-সম্পাদক - ড. টুম্পা রায়
প্রধান সম্পাদক - ড. আশিস রায়

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য

১. সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক যেকোনো গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। শব্দ সংখ্যা হবে ২০০০-২৫০০ এর মধ্যে।

২. বাংলা হরফে লিখলে অভ্র ১২ ফন্টে (কালপুরুষ) এম. এস. ওয়ার্ডে এবং ইংরেজিতে লিখলে টাইমস নিউ রোমানে ১০ ফন্টে টাইপ করে ডকুমেন্ট এবং পি.ডি.এফ দুটো ফাইল-ই মেইল করতে হবে।

৩. লেখা পাঠানোর মেইল আই.ডি. হল ebongprantik@gmail.com

৪. লেখা হবে মৌলিক, পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।

৫. লেখা পাঠানোর পর রিভিউ কমিটি দ্বারা যদি লেখা মনোনীত হয় তবে সেটি মেইল মারফত জানানো হবে।

৬. 'এবং প্রান্তিক' পত্রিকা বার্ষিক তিন বার প্রকাশিত হয়। জানুয়ারি, মে ও সেপ্টেম্বর মাসে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ কেষ্টপুর, কলকাতা- ৭০০১০২

ফোন: ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

Registered Address

Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli, Kestopur,
Kolkata - 700102
Ph. No.: 8250595647
E-mail: ebongprantik@gmail.com

ব্রাঞ্চ অফিস

গোবরডাঙ্গা, বাদে খাঁটুরা, বর্মন পাড়া, পিন – ৭৪৩২৭২

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ২০০০ টাকা এবং
ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে।

প্রাপ্তিস্থান

দে'জ পাবলিশার্স, কলেজ স্ট্রিট / পাতিরাম বুকস্টল, কলকাতা / ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট / এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন

Website: www.ebongprantik.in

সূ চি প ত্র

মধ্যবিত্তের দ্বিধান্বিত শ্রেণি-অবস্থানের প্রেক্ষিতে সমর সেনের কবিতা ও দর্শন : একটি পুনঃপাঠ
শ্রুতিপর্ণা রায় ১৩

শ্রীচৈতন্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সমাজ সংস্কার
বিধান চন্দ্র সেন ১৯

জহির রায়হানের ছোটোগল্প : রাজনৈতিক চেতনার চিত্রায়ণ
মোঃ আব্দুর রহমান ২৬

আখ্যানের নির্মাণ কৌশল ও বাংলা উপন্যাসের গঠন - 'novelization', 'discourse', 'time', 'focalization', 'setting'
যমুনা ধাড়া ৩৭

বাংলায় বিপ্লববাদ : মাস্টারদা সূর্য সেন ও ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি
তন্ময় দে ৪৫

অনিল ঘড়াই এর গল্পে সংস্কার এবং কুসংস্কার -এর রূপ ও স্বরূপ
সোনালী ভূমিজ ৫৩

ঔপনিবেশিক বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার : ১৮০০-১৮৫৪ খ্রি:
প্রসেনজিৎ দাস ৫৭

বাঁকুড়া জেলার সাঁওতালদের দেওয়ালচিত্র : ঐতিহ্য ও আধুনিকতা
শঙ্কর তন্তুবায় ৬২

মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে বিরসার জীবন দর্শন
শ্যামসুন্দর প্রধান ৬৮

সৌন্দর্যের স্বর্ণভূমি – অলংকার, স্বর্ণনির্মিত অলংকার ও স্বর্ণপুতুল ; বিদ্যাপতির কবিতায় লোকশিল্পের স্বর্ণালী উদ্ভাস
অজয় কুমার দাস ৭৫

প্রসঙ্গ: 'ইউথানাসিয়া' এবং ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টে ইউথানাসিয়া'র আইনি স্বীকৃতি
তাপস দে ৯১

ঔপনিবেশিক ভারতে সাঁওতাল জনজাতির বিশ্বাস ও বিচারব্যবস্থা : 'শালগিরার ডাকে' উপন্যাসের নিরিখে
সাগেন মান্ডি
অসীমানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় ৯৭

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের উত্থান : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
অরবিন্দ কুমার মাইতি ১০৪

ভারতের কাদেরিয়া সুফি সিলসিলার ইতিহাস
ধনঞ্জয় গড়াই ১১১
উত্তরবঙ্গের লোকায়ত ধর্মাচার ও লোকসংগীত
অনিন্দিতা রায় ১২১
শঙ্খ ঘোষ শিশু গদ্য সাহিত্যে এক ভিন্ন স্বরগ্রাম
পূজা দাস ১২৭
নারীর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ : প্রসঙ্গ মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রহসন
অন্নপূর্ণা মাহাত ১৩৫
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে বিষয়বৈচিত্র
দীপঙ্কর সরকার ১৪০
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘ভারতবাসীর আহার’ প্রবন্ধ : ভারতবাসীর খাদ্যাভাসের বিবর্তন
তাপস মণ্ডল ১৪৮
গ্রামীণ এলাকার রাজনীতিকরণ : একটি গ্রামীণ রাজনৈতিক পালাবদলের ইতিহাস
অয়ন কুণ্ডু ১৫৭
বিশ শতকের উপন্যাসে উনিশ শতকের সমাজ জীবন : বিশেষ পাঠ ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’
কালিদাস পাল ১৬৬
বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং শাসনবিভাগের সক্রিয়তা: সমসাময়িক ভারতের সাংবিধানিক সংকট
ইমামুল মন্ডল ১৭৩
মধ্যযুগীয় নারীর শিক্ষণ প্রণালী
অর্পিতা দত্ত ১৮০
বাংলা সাহিত্যে প্রান্তিক থেকে দলিত ভাবনা : একটি পাঠ প্রস্তাবনা
রাজা তালুকদার ১৮৪
প্রোফেসর শঙ্কু : বাংলা কল্পবিজ্ঞানের মধ্যাহ্নের সূর্য
অর্ঘ্য চ্যাটার্জী ১৯১
চাবাহার বন্দরকে ঘিরে ইরান-আফগানিস্তানের সহযোগিতা : এক জটিল বাস্তবতা
কমল কৃষ্ণ হালদার ১৯৯
মুসলিম মহিলাদের ‘বিয়ের গীত’-এ সামাজিক চালচিত্রের প্রকাশ : প্রসঙ্গে মালদহ জেলা
হক সাবিরুদ্দিন ২০৬
মলায়কান্তি দে’র গল্প ‘আক্রান্ত’ : বিপন্নতার ক্ষেত্রসন্ধান
কোয়েল রায় ২১১
বিংশ শতাব্দীর বাংলা নাট্যে নারীবাদ
গৌড় মন্ডল ২১৮

মালদহের লোক আঙ্গিক : স্যাঞ্জা গান ও সোনারায় গান
চন্দনা মন্ডল ২২৫
তত্ত্বোপপ্লবসিংহ গ্রন্থানুসারে ন্যায়দর্শন সম্মত প্রত্যক্ষের লক্ষণ খণ্ডন : একটি বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনা
দীপা রবিদাস ২৩২
বৌদ্ধ ধর্মীয় বাস্তুশাস্ত্র : আত্ম-কেন্দ্রিক অবস্থান থেকে একটি পরিবেশকেন্দ্রিক অভিমুখে পরিবর্তন
সোমনাথ রানা ২৩৮
প্রলয়ের প্রান্তে মানবসভ্যতা : সিদ্ধার্থ ঘোষের কল্পবিজ্ঞানে পোস্ট অ্যাপোক্যালিপ্টিক আখ্যানের বিশ্লেষণ
প্রিয়াংকা মিত্র ২৪৪
'চারুপাঠ' : বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের পথপ্রদর্শক
দেবী মন্ডল ২৫৩
রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' : দুই চলচ্চিত্রকারের দৃষ্টিতে
প্রিয়াঙ্কা কুণ্ডু ২৬১
ঔপনিবেশিক সময় পর্বে বাঁকুড়া জেলায় আধুনিক শিক্ষার বিস্তারে ওয়েসলিয়ান মেথোডিস্ট মিশনারী সোসাইটির অবদান
বিশ্বজিৎ মল্লিক
মিতা বিশ্বাস ২৬৭
আদিবাসি সংস্কৃতিতে 'টোটেম' এর ব্যবহার : একটা পর্যালোচনা
ভবেশ চন্দ্র মুর্ম্মু ২৭৭
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আলোকে নৈতিক মূল্যবোধ : একটি সমীক্ষা
সুদীপ সরকার ২৮৫
তুলনামূলক বিশ্লেষণে বাংলা ছোটগল্পে 'ডাইনি-সংস্কার' : অন্ধবিশ্বাস ও যুক্তির আলো-ছায়া
মহেন্দ্র নাথ পাল ২৯৩
নাট্যসংগঠক শোভা সেন
প্রেম কুমার মণ্ডল ৩০৫
রাজবংশী প্রবাদ : মনস্তত্ত্বগত প্রেক্ষিত
নবনীতা বর্মন ৩১৩
ইকোফেমিনিজম : একটি আলোচনা
অনন্যা নস্কর ৩২১
বাংলার ইতিহাস-বাংলা পুথির পুষ্পিকা
মলয় বারিক ৩২৮

ফেরারি ফৌজ : স্থায়ী থেকে অস্থায়ী যাপনের মাঝে জুটমিলের মেহনতি
বিশ্বরূপ প্রামানিক ৩৩৪
প্রাচীন পুথি সংগ্রহ ও পুথি চর্চায় 'সাহিত্যরত্ন' হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অবদান
মিঠুন থান্দার ৩৪২
রুশতী সেনের প্রবন্ধে শিশু থেকে নারী : ব্যক্তিসংকট থেকে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাষ্য
রামপ্রসাদ বেরা ৩৫১
রবীন্দ্র ভাবনায় মৃত্যুবীক্ষা
অসীম মাজি ৩৫৬
অমর মিত্রের 'নদীর মানুষ': নকশাল পর্বের ভূমিদ্বন্দ্বের ইতিহাস
অরিজিৎ ঘোষ ৩৬২
তাত্ত্বিকতার আলোকে সম্প্রতি ভারতে গতিশীল রাজ্য-রাজনীতি ও আঞ্চলিকতাবাদ : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা
প্রদীপ কর্মকার ৩৬৬
বৌদ্ধ সৃষ্টিতত্ত্বে ত্রিলোকের স্তরভেদ ও অস্তিত্বের বিন্যাস : কর্মবাদ ও মুক্তির এক দার্শনিক পর্যালোচনা
আব্দুল সামাদ সেখ ৩৭৩
চিত্রাঙ্গদা : এক নিবিড় পর্যালোচনা
রিঙ্কি বৈরাগী ৩৮১
রলসীয় ন্যায়বিচার তত্ত্বে উদারনৈতিক আত্মার ধারণা : একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ
শেখ মোঃ মাকতুবুল ইসলাম ৩৮৮
প্রচলিত প্রেমভাবনার পুনর্পাঠ : মন্দাক্রান্তা সেনের 'অন্ত্যাক্ষরী' উপন্যাসের দৃষ্টিকোণে
রুপন কুমার বর্মন ৩৯৬
ন্যায়-বৈশেষিক মতে সামান্যতত্ত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ
সৌমিক সাহা ৪০৪
ডিরোজিও এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদী চিন্তাধারা : একটি তুলনামূলক আলোচনা
সঙ্গীতা পাল ৪১৫
নাট্যবিদ্যার কৃতিমূলক বাঁকবদল : একটি পর্যালোচনা
ইয়াকিন হায়দার ৪২২
'*Bamabodhini Patrika*' as a Catalyst of Women's Education in Colonial Bengal
Tuhina Islam ৪২৯

T. S. Eliot's Gerontion : Decayed Thoughts of a Decayed Brain
Amrit Kumar Pal ৪৩৭
The Rise of the Capital-State and Neo-Nationalism : A Comparative Analysis of the Governance Styles of Donald Trump, Modi, and Xi Jinping
Subhrasri Bera ৪৪২
Is Third World Femisism a Myth?
Sanjay Das ৪৪৮
"Voices of Manbhum" : Cattle, Community, and Cohabitation in the 'Ohira Geet' of Bandna Parab
Somnath Mahato ৪৫৬
Impact of Government Incentives on Educational Inclusion of SC, ST and OBC Secondary Students in West Bengal
Rabiul Islam Sardar ৪৬৫
Availability of School Facilities in Siliguri Subdivision : Analysis based on UDISE+ Data (2019-20 to 2023-24)
Smita Biswas
Anil Bhuimali ৪৭৮
Bhandirban: History, Culture and Tourism Potential of a Heritage Village of Birbhum
Tanmoy Banerjee ৪৯০
Impact of School Drop-Out among the Scheduled Tribes : Problem and Solution
Suman Mandal ৪৯৮
Reinforcement, Resilience and Rebel Heroines: Ambivalent Constructions of Female Agency in Tagore's *A Grain of Sand (Chokher Bali)* and Lawrence's *Lady Chatterley's Lover*
Sayonti Mukherjee ৫০৭
In Search of Peace : An Ethical Study Under the Light of Swami Vivekananda
Soma Samanta ৫১৫
Stress in Higher Education : An Analysis of Physiological Mechanisms, Psychosocial Drivers and Academic Impact
Sankari Das ৫২২

The Contemporary Importance of the Categorical Imperative
Shrestha Mukherjee ৫৩১
A Ravaged Spine, A Rising Movement : The Aravalli Struggle as a New Social Movement in 21st-Century India
Samiul Alim ৫৪২
Past and Present Scenario of Women Education in India : Future Prospects in a Global Perspective
Debashis Halder ৫৫০

সম্পাদকীয়



ভাবনা মানুষের চেতনার এক গভীরতম অনুশীলন। মানুষের সমস্ত জ্ঞানচর্চা, সৃষ্টিশীলতা এবং গবেষণার মূলেই লুকিয়ে থাকে ভাবনার বীজ। আমরা যখন কোনো বিষয়কে নিয়ে ভাবতে শুরু করি, তখন সেই ভাবনা ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়ে ওঠে নানা প্রশ্ন, সন্দেহ, অনুসন্ধান এবং উপলব্ধির মাধ্যমে। একটি সরল চিন্তা কখনো কখনো দীর্ঘ অনুধাবনের পথে গিয়ে নতুন সত্যের দরজা খুলে দেয়। সেই কারণেই ভাবনা কেবল একটি মানসিক প্রক্রিয়া নয়, এক ধরনের বৌদ্ধিক যাত্রাও। যার মধ্য দিয়ে মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা, যুক্তি এবং জ্ঞানকে নতুনভাবে সাজিয়ে নেয়। কোনো একটি বিষয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা, তার পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি খোঁজা, তথ্যের ভিতর দিয়ে তার সত্যতা অন্বেষণ করা, সমস্ত প্রক্রিয়ার সমন্বয়েই গড়ে ওঠে একটি সুসংহত গবেষণা। গবেষণা যখন সুসংবদ্ধ ভাষায় প্রকাশিত হয়, তখন তা পরিণত হয় একটি প্রবন্ধে, যা কেবল ব্যক্তিগত ভাবনার প্রকাশ নয়, জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে সংলাপ স্থাপনের এক আন্তরিক প্রয়াস। ‘এবং প্রান্তিক’-এর এই সংখ্যায় বিভিন্ন গবেষণা ও প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে সেই ভাবনার বহুমাত্রিক প্রতিফলনকে ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।



বৌদ্ধ ধর্মীয় বাস্তুশাস্ত্র : আত্ম-কেন্দ্রিক অবস্থান থেকে একটি পরিবেশকেন্দ্রিক অভিমুখে পরিবর্তন

সোমনাথ রানা
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
মেদিনীপুর সিটি কলেজ

সারসংক্ষেপ: *বৈদিক আর্যদের সময় থেকে লালিত ভারতীয় সভ্যতায় মানুষ ও মহাবিশ্বের মধ্যে সম্পর্ককে পুনর্মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছিল, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি গভীর ভয়ের প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত হয়েছিল, যা ব্রাহ্মণ্যবাদের আচার-অনুষ্ঠানিক সর্বব্যাপীতা, পশুবলি দেওয়ার প্রবণতা এবং ব্রাহ্মণ্য ব্যাখ্যার এক-মাত্রিকতা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। নির্ভরশীল উত্থান এবং কর্মের আইন বৌদ্ধ দর্শনের এমন অংশগুলির মধ্যে রয়েছে যা পরিবেশবাদকে প্রাণবন্ত করেছে। বৌদ্ধ পরিবেশগত চিন্তাধারায় একটি পরম বিশ্বের ধারণা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ভগবান বুদ্ধের পূর্বজন্মের গল্পগুলি অর্থাৎ জাতক গল্পগুলি পরিবেশ এবং প্রকৃতির বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে। বুদ্ধের জীবনের সাথে গাছের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। বৌদ্ধ ধর্মে অনেক গাছকে পবিত্র বলে মনে করা হয়। কিছু গাছ বৌদ্ধ ব্যবস্থার প্রতীকী সদস্য হিসেবে স্বীকৃত। বৌদ্ধরা জৈবিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার উপযোগিতা এবং পরিবেশের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। পরিবেশ সম্পর্কে আধুনিক দার্শনিক চিন্তাভাবনা তখন অনুপস্থিত ছিল। তবুও, প্রাচীন ভারতের এই ধর্মীয় দর্শন পরিবেশগত সচেতনতার একটি অনন্য উদাহরণ।*

সূচক শব্দ: *বৌদ্ধদর্শন, জাতক, পরিবেশবাদ, সংরক্ষণ।*

মূল আলোচনা: পৃথিবীর বাস্তুতান্ত্রিক সংকট ও পরিবেশ বিপর্যয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলি সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হচ্ছে। আর এ প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যকে বর্তমানের আলোতে দেখার চেষ্টা সাম্প্রতিকতম সংযোজন। ভারতের অতীত অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে বর্তমানের পরিবেশগত সমস্যা গুলিকে সমাধানের একটা পথ নির্দেশ তৈরি করার জন্য একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মানুষের জীবন যে বিশ্বাস ও আস্থার ওপর ভিত্তি করে বিকাশ লাভ করে এক্ষেত্রে সেই দিকটিও উপেক্ষিত হয়নি। আরো স্পষ্ট ভাবে বললে প্রাচীন ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসগুলিকেও ভারত তথা বিশ্বের কল্যাণে কিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে সে বিষয়ে চিন্তাভাবনার অন্ত নেই।

সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে পরিবেশ ভাবনার একাধিক নিদর্শন মেলে। বৈদিক ধর্ম ছাড়াও প্রতিবাদী ধর্ম হিসেবে প্রাচীন ভারতে যে সকল ধর্মের প্রভাব ছিল সর্বাধিক তাদের মধ্যে অন্যতম হলো বৌদ্ধ ধর্ম। বৌদ্ধ ধর্ম ছাড়াও জৈন ধর্মের পরিবেশগত নীতি শিক্ষার পাঠ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। বাস্তববাদী ভগবান বুদ্ধের জীবন ছিল প্রকৃতি কেন্দ্রিক। সমস্ত রাজকীয় সুখ ত্যাগ করে সত্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি যে দার্শনিক মতবাদের অবতারণা করেছিলেন তা আজও ভারত তথা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বৌদ্ধ দর্শন কেবল কোন বিশেষ ধর্মের দর্শন নয় বরং তা ছিল মানুষের আদর্শ চরিত্র গঠনের এক অনন্য

দৃষ্টান্ত, যেখানে অন্যান্য জীব ও প্রাকৃতিক উপাদান গুলির প্রতি মানুষের আচরণকে নির্ধারিত করার চেষ্টা হয়েছে।

বর্তমানের ক্রমবর্ধমান পরিবেশের সংকট মোকাবিলা করার জন্য বৌদ্ধ ধর্মের পরিবেশগত নীতিবোধ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। বুদ্ধের পরিবেশবান্ধব বিশ্বদর্শন বিভিন্ন পণ্ডিতদের দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আধুনিক পরিবেশ দর্শন এর সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের যে অনেক সাদৃশ্য ছিল তাও সহজেই অস্বীকার করা যায় না। তাই বর্তমানেও বৌদ্ধ ধর্মের আলোকে প্রাচীন ভারতের পরিবেশের চিন্তার আলোচনা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। নিবন্ধটি রচনা করতে গিয়ে একাধিক লেখকের সমধর্মী মূল্যবান রচনা বিষয়টি সম্পর্কে সাম্যক ধারণা লাভের সহায়তা করেছে। শুভেন্দু গুপ্ত তার 'প্রাচীন ভারতের পরিবেশ চিন্তা' গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্ম ও বাস্তুতন্ত্রের ভাবনাটিকে স্পষ্ট রূপে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন।[১] বৌদ্ধদের ধর্মীয় জীবন চর্চার মাধ্যমে যে পরিবেশ দর্শনের প্রকাশ ঘটেছিল তা উল্লেখ করেছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক প্রফেসর ইরফান হাবিব। তার রচিত 'মানুষ ও পরিবেশ: ভারতবর্ষের বাস্তুতান্ত্রিক ইতিহাস' গ্রন্থটিতেও প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম ও অহিংসার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। যা পরোক্ষভাবে জৈব বৈচিত্র সংরক্ষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[২] বৌদ্ধ পরিবেশ দর্শন:জাতকের বর্ণনা সমূহ' শীর্ষ প্রবন্ধে আনন্দ সিং জাতকের বিভিন্ন কাহিনীর আড়ালে বৌদ্ধ ধর্মের নীতি শিক্ষার বিষয়টি আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন যার একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের পরিবেশ নীতিবোধ।[৩] বুদ্ধ বাস্তুতান্ত্রিক দর্শনের মূল্যায়ন প্রবন্ধে ডোনাল্ড কে শোয়েরার (প্রতিত্য সমুৎপাদ) পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কথা স্বীকার করে মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তু সহ মানুষ ও অন্যান্য জীব ও জড়ের মধ্যেকার আন্ত:সম্পর্কের বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন।[৪]

নিবন্ধটি রচনা করতে গিয়ে মূলত প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে কিছু বৌদ্ধ সাহিত্যকে। বিভিন্ন গৌণ সূত্রগুলিকে নির্ভর করে একাধিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা হয়েছে। ধর্ম ও বাস্তুবিদ্যা চর্চার বর্তমান প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন থেকেই উৎসগুলির যথাযথভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্মের আত্মকেন্দ্রিকতা বিরুদ্ধ পরিবেশবান্ধব দার্শনিক ভাবনাটিকে অনুসন্ধানের চেষ্টা হয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্মের পরিবেশ দর্শনের একাধিক ব্যাখ্যা থাকা সত্ত্বেও কিছু বিশেষ বিশেষ জায়গায় স্পষ্ট বর্ণনার অভাব যথেষ্ট রয়েছে। বৌদ্ধ পরিবেশ দর্শনের এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হল আত্মকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে পরিবেশবান্ধব চিন্তা। নিবন্ধটিতে এ বিষয়ে সঠিক ধারণা তৈরীর চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে আধুনিকতার উপকরন গুলি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণে দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ও ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের উদাসীনতা প্রবল। এই অবস্থায় আগামী প্রজন্মকে পরিবেশ রক্ষায় আরও বেশি সচেতন করে তুলতে এদেশের মাটিতে জন্ম নেওয়া বৌদ্ধ ধর্মের বিশ্ব দর্শন বিশেষ সহায়ক হতে পারে। ধর্মীয় রীতি নীতি পালনের পাশাপাশি মানুষ সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদান গুলিকে সযত্নে রক্ষা করার যে বার্তা বৌদ্ধ ধর্মে রয়েছে তা কেবল বিশ্বের কল্যাণের জন্যই।

বৌদ্ধ ধর্মের অষ্টাঙ্গিক মার্গ বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ভগবান বুদ্ধ আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মানুষকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। সাম্যক সংকল্প বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য বাড়ানোর সংকল্প দ্বারা নিজের ও অপরের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই রাগ, হিংসা ও প্রতিহিংসাহীন থেকে সবার উপর মৈত্রীপূর্ণ মনোভাব

পোষণের সংকল্প থাকা দরকার। সাম্যক বাক্য অর্থাৎ মিথ্যা-কটু-বৃথা -ভেদ বাক্য হতে বিরত থাকা উচিত। কেননা, ভগবান বুদ্ধ মনে করেন এতে সমাজে ঝগড়া বিবাদ, হিংসা-প্রতিহিংসা দেখা দিতে পারে। সত্য-প্রিয়-মিষ্ট ও অর্থপূর্ণ বাক্যে সমাজে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে।[৫] বৌদ্ধ ধর্মে প্রকৃতির অভিমুখের বিষয়ে, শ্রদ্ধেয় ধম্মবিহারী, থেরা তালাপুত্তার আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার পর্যালোচনায়, প্রকৃতিকে সংস্কৃতির দোলক হিসাবে বিবেচনা করেছেন। এই থেরা তালাপুত্তার ইচ্ছা, তিনি যেমন করে জঙ্গলে বাস করেন, তাঁর নিজের সত্তার গঠন ঘাস, শুকনো কাঠ এবং লতা-পাতার মতো বিশ্বের বস্তুগত জিনিসগুলির মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখতেপান না। একজন স্বাভাবিকভাবেই সেই জগতে মিশে যায় যেখানে একজনের অস্তিত্ব রয়েছে। চারপাশের সমস্ত কিছুর উপর জোর করে প্রসারিত এবং ছড়িয়ে পড়া অহংয়ের কোনও অতিরিক্ত মূল্যায়ন হতে পারে না।[৬] তবে বুদ্ধের শিক্ষায় মানব ও প্রাণীর জীবন ধ্বংসের সাথে পরিবেশের ধ্বংস এবং বাস্তুতন্ত্রকে স্থিতিশীল করার জন্য বৌদ্ধ ধর্মে নীতিগুলি প্রসারিত করার প্রয়োজন রয়েছে এবং এই বিষয়টিকে চিনতে অনেক নৈতিক অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন। এছাড়াও, প্রেমময় দয়া সম্পর্কে বুদ্ধের বক্তৃতায় ক্ষুদ্রতম প্রাণীর প্রতি প্রেমময় দয়া প্রসারিত হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম নৈতিকতা এবং নৈতিক মূল্যবোধ যা জীববৈচিত্র্যকে সম্মান করে। বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বাস করে যে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলি মানুষের আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

পরিবেশের জন্য একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ, পশুপাখি ও বৃক্ষকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে সমবায় হিসেবে। পরিবেশের অবনতি হলে মানুষ পরিপূর্ণ জীবন উপভোগ করতে পারবে না। প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে মানুষ নিজেদের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনকে প্রভাবিত করে।[৭] বৌদ্ধ দর্শন অনুসারে মানুষ যদি দুঃখের সার্বজনীনতা সম্পর্কে সচেতন থাকে তবে স্বাভাবিকভাবেই সেই বোধ থেকে জন্ম নেবে সকল জীবের প্রতি করুনার ভাব, সকল জীবের প্রতি উদার আচরণের ধারণা মানুষের মনে দৃঢ়মূল হবে। ভগবান বুদ্ধের জীবনে বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী থেকেছে এক একটি বৃক্ষ। জন্ম সাল বৃক্ষের তলায়, বুদ্ধত্ব লাভ পিপুল বৃক্ষের তলায়, দেহত্যাগ সাল বৃক্ষের বনে।[৮] বৌদ্ধ দর্শন ও সাহিত্যে তাই বৃক্ষ দেবতার উল্লেখ পাই। বিশেষত ধর্মজাতক, পলাশ জাতক সহ অন্যান্য ৬৪ টি জাতকে এরূপ বৃক্ষ দেবতার উল্লেখ রয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে বৌদ্ধ ধর্মে পরিবেশের অন্যতম মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বৃক্ষের বিশেষ মর্যাদা কে স্বীকার করা হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মের কিছু কিছু বৃক্ষ অরণ্যকে বৌদ্ধ অনুশাসনের প্রতীকি সদস্য হিসেবে মনে করা হয়েছে। বৃক্ষ বা বৃক্ষ কানন ছাড়াও অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা রয়েছে জাতকের কাহিনী গুলিতে। কুনাল জাতকে বৃক্ষের দীর্ঘতালিকা থেকে সমসাময়িক বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের কথা আমরা জানতে পারি, জঙ্গলে বসবাসকারী পশু পাখির উল্লেখ থেকে পরিবেশের জৈব বৈচিত্রতার দিকটি স্পষ্ট হয়।[৯]

গৌতম বুদ্ধের ধর্ম দর্শনে কেন পরিবেশ বান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি প্রকট হয়েছিল, এই প্রশ্নের উত্তর মিলে সমসাময়িক আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ধর্ম হিসেবে জন্ম লাভ করে বৌদ্ধ ধর্ম। গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গোড়াপত্তনের মাধ্যমে নুতন বণিক ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটতে থাকে। সমানতালে চলতে থাকে নগরায়ন ও কৃষি ভূমির সম্প্রসারণ। ফলে পরিবেশ ও

বাস্তুতন্ত্রের স্বাভাবিক ছন্দপতন ঘটে। এই চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করাই ছিল বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য। বৌদ্ধধর্ম দুটি বিপরীত প্রান্তে বলির ধারণা নিয়ে কাজ করে। এক

প্রান্তে, এটি বৈদিক বলির নিন্দা করেছিল যেখানে ব্যয়বহুল সোম যজ্ঞে হাজার হাজার পশু হত্যা করা হয়েছিল; অন্য প্রান্তে, বোধিসত্ত্ব একজন মানুষ, হরিণ, সর্প প্রভৃতির প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন মমতা থেকে। প্রথমটি সরাসরি পরিবেশগত গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত। বৈদিক যুগের শেষের দিকে (১০০০-৬০০ BCE), যজুর্বেদ যজ্ঞের ফলে হাজার হাজার প্রাণীকে কোনো উৎপাদনশীল উদ্দেশ্য ছাড়াই হত্যা করা শুরু হয়। বুদ্ধ এই ধরনের নৃশংস যজ্ঞের নিন্দা করেছিলেন কারণ ধর্মীয় যোগ্যতার ভিত্তিতে এই ধরনের হত্যাকাণ্ড ন্যায্য হতে পারে না। যেহেতু এই প্রাণীদের সমস্ত মাংস খাওয়া সম্ভব ছিল না, তাই এটিও অপচয় ছিল। ধর্মীয় স্থানের আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাজার হাজার ক্ষয়িষ্ণু মৃতদেহ দুর্গন্ধ, দূষণ এবং রোগের সৃষ্টি করে। বুদ্ধ এই ধরনের অনুশীলনের অত্যন্ত সমালোচনা করেছিলেন এবং এটি জাতকদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।[১০] প্রতিত্য সমুৎপাদ হল বৌদ্ধ বাস্তুতান্ত্রিক চেতনা এক গভীর বিষয়। যা পৃথিবীর মধ্যে থাকা সকল জীব ও জড় উপাদান গুলিকে পারস্পরিক নির্ভরতার সূত্রে আবদ্ধ করে। প্রত্যেকটি জীব স্বতন্ত্রভাবে কখনোই বেঁচে থেকে থাকতে পারে না। তাকে নির্ভর করতে হয় অন্যের উপর। তাই পৃথিবীতে সকল জীবের সমান বাঁচার অধিকার রয়েছে এবং সকল জীবকে সমান মর্যাদা দেওয়া উচিত। যে সকল তত্ত্বীয় ও নৈতিক ধারণার ওপর ভিত্তি করে বুদ্ধের বাস্তুতন্ত্রীয় (ecological) চিন্তাধারা বা দর্শন গড়ে উঠেছে, সেইগুলি হল:

১.প্রতীত্য সমুৎপদ: পারস্পরিক নির্ভরতার শর্ত ২.কর্ম্ম (কর্ম): কার্যকারণ সম্পর্কের নৈতিক সূত্র ৩.দুঃখ: দুঃখ, অতৃপ্ত বাসনা ৪.ধম্ম (ধর্ম): পারস্পরিক কর্তব্যপালন ও কর্তব্যের গন্ডীর মধ্যে পারস্পরিক অধিকার এবং দায়বদ্ধতা পালন ৫.শীল: অনুশাসন, সদ্‌গুণের চর্চা, পাপের দমন। সদ্গুণের অন্তর্ভুক্ত হল-সংযম, সরলতা, প্রেম, দয়া, মৈত্রী, করুণা, ধৈর্য, প্রজ্ঞা, উদারতা ও কাউকে আঘাত না করা।[১১] বৌদ্ধ দর্শনের মতে চতুর্মার্গ জগতের বিন্যাস চারটি স্তরে অস্তিমানতার (existential), নৈতিকতার (moral), নিখিল বিশ্বজনীন (cosmological) ও তত্ত্বীয় (ontological) স্তর। অস্তিত্বমানতায় স্বীকার করা হয় ইন্দ্রিয়যুক্ত সকল জীবেই জন্ম, জরা, দুঃখ ও মৃত্যুর মতো অনিবার্য ঘটনাগুলি ঘটে। দুঃখের সর্বব্যাপকতার উপলব্ধি ভগবান বুদ্ধের শিক্ষার মূল আধার। দুঃখের কারণ প্রকৃতি এবং দুঃখ মোচনের পথ অনুসন্ধান করতে গিয়ে নির্বান সাধনার শীর্ষ ভূষণ ও সেইসঙ্গে চারটি প্রধান শীল পালনের কথা বলেছেন। প্রাণীকে হত্যা না করা। অপরের দ্রব্য চুরি না করা। মিথ্যা কথা না বলা। সুরাপান থেকে বিরত থাকা।

বৌদ্ধ দর্শনের অনুশাসন অনুযায়ী বুদ্ধের অনুগামীরা অহিংসার পথকেই উত্তম বলে বিবেচনা করে ছিলেন। সকল জীবের প্রতি প্রেম, দয়া করুনা আর এই ব্রতকে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে বৌদ্ধ ধর্মের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। জীবজন্তু, গাছপালা, পৃথিবীর মৃত্তিকা সবকিছুই যেন বৌদ্ধ দর্শনে সমান গুরুত্বের অধিকারী। বাস্তু মন্ডলের সকল সত্তাকে একই সূত্রে বাঁধার চেষ্টা হয়েছে এই ধর্মীয় বিশ্বাসে। ব্যক্তি স্বার্থের অনেকখানি উর্ধ্বে উঠে এই নিখিল বিশ্বকে এক ও অদ্বিতীয় একক হিসেবে কল্পনা করার মাধ্যমে বৌদ্ধ দর্শন এক বৈশ্বিক ধারণায় পরিণত হয়েছে। পরিবেশকে রক্ষা করার যে পাঠ আমরা বৌদ্ধ ধর্ম থেকে পাই তা নিঃসন্দেহে অনুসরণযোগ্য। পৃথিবীতে কোন জীব স্বেচ্ছামৃত্যু চায়না। সকলেই বেঁচে থাকতে চায় পৃথিবীতে। কারণ এই পৃথিবী সবার। মানুষ কেবল তার আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের জন্য অন্যান্য প্রজাতির বিনাস সাধন করলে অদূর ভবিষ্যতে নিজের বিপদ বাড়িয়ে তুলবে। তাই অহং বোধ

দূর করে পরিবেশ সম্পর্কে আরও সংবেদনশীলতার বার্তা দিয়েছে বৌদ্ধ ধর্ম। বিশ্বের সকল প্রাণীর অস্তিত্ব যাতে বজায় থাকে সেই দায়বদ্ধতা মানুষের কাঁধে তুলে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে বৌদ্ধ দর্শনে।

বৌদ্ধধর্মে প্রজ্ঞা এবং পরিবেশগত দিকটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে চারটি মহৎ সত্যের জন্য বৌদ্ধ শিক্ষা সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রথম মহৎ সত্য দুঃখ। মানুষ সব সময় সুখী হতে চায় এবং তার জীবনের পূর্ণতা ও শান্তি কামনা করে, কিন্তু দুঃখ মানুষকে সব সময় সুখে থাকতে দেয় না। পৃথিবীতে যা কিছু জন্মেছে তা একদিন অবশ্যই ক্ষয় হবে এবং আমরা এই আইন অনুযায়ী বাঁচতে পারি না। আর এটাই আমাদের কষ্টের অন্যতম প্রধান কারণ। দুঃখ একটি অনিবার্য দুর্ভোগ যা পরিবেশকে শোষণ করে এবং মানবকে কষ্ট দেয়। কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি আসক্তির কারণেই মানুষের দুঃখ কষ্ট বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় মহৎ সত্যটি হলো সত্য সমুদয়। অর্থাৎ দুঃখের কারণ সংজ্ঞায়িত করা। দুঃখ কষ্টের পিছনে কারণগুলি হলো সংযুক্তি, আকাঙ্ক্ষা, স্নেহ ইত্যাদি। আমাদের কাছে থাকা জিনিস বা কাছের মানুষের কারণে দুঃখ-কষ্ট আসে। তখনই আমরা সর্বাধিক দুঃখ পাই, যখন আমরা এমন কিছু সাথে যুক্ত থাকি যা কখনোই হারাতে চাই না। কিছু চাওয়া এবং সেই আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতা আমাদের অসন্তুষ্ট করে যা আমাদের কষ্টের দিকে ঠেলে দেয়। এই পরিবেশে আমরা যদি বস্তুবাদী জিনিসের উপর থেকে নির্ভরতা কমাতে পারি তবে দুঃখের ভার অনেকটা লাঘব হবে। তৃতীয় মহৎ সত্যটি হলো নিরোধ। এই মহৎ সত্য আসলে মানবিক ব্যথা বা দুঃখের উপলব্ধির সাথে সম্পর্কিত। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় আমাদের সাথে সংযুক্ত সকল কিছুকে অনুভব করতে সাহায্য করে। বৌদ্ধ শিক্ষা অনুসারে দুঃখ আসে আমাদের নিঃশর্ত ভালোবাসা বা লোভের কারণে। এই লোভের তৃষ্ণা শেষ পর্যন্ত আমাদের কষ্টের দিকে নিয়ে যায়, অতএব দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের দুঃখ-কষ্টের কারণ দূর করতে হবে এবং এটি আমাদের একটি শোক হীন পরিবেশের দিকে পরিচালিত করবে। চতুর্থ মহৎ সত্যটি সঠিক মার্গ বা পথ। বৌদ্ধ ধর্মে সেই পথকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যার মাধ্যমে আমরা দুঃখ কষ্টের কারণ শেষ করতে পারি। আমাদের যাবতীয় দুঃখ অতিক্রম করতে পারি। এই পথটি আসলে প্রেম এবং মহৎ কর্মযজ্ঞের পথ, যা চূড়ান্ত সুখের দিকে মানুষকে নিয়ে যায়। এইভাবেই মহান আটটি পথের কথা বৌদ্ধ ধর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পরিবেশে সুস্থ জীবন যাপন করতে হলে মানুষের মধ্যে বিশেষ কিছু গুনাবলী থাকা প্রয়োজন। যা মানুষকে বুঝতে সাহায্য করবে কষ্ট ও শোষণ মানসিক অবস্থাকে বিঘ্নিত করে। এইভাবে দুর্ভোগ কমাতে একজন মানুষ এর উচিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করা। বৌদ্ধ শিক্ষানুষারে বলে যে, আমরা যদি নিখুঁত জ্ঞান অর্জন করতে চাই তবে আমাদের সমস্ত ধরনের লালসা মানসিক সংযুক্তি ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি উদাসীন হতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১। গুপ্ত, শুভেন্দু. (২০১২). *প্রাচীন ভারতের পরিবেশ চিন্তা.* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ: পৃষ্ঠা নং- ১১৪

২। হাবিব, ইরফান. (২০১৭). *ম্যান এন্ড এনভায়রনমেন্ট: দ্য ইকোলজিক্যাল হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া.* আলিগড় হিস্টোরিয়ানস সোসাইটি: তুলিকা বুকস. পৃষ্ঠা নং- ৬৬-৬৭.

৩। স্পোনসেল, এল. ই., ও নাতাদেচা-স্পোনসেল, পি. (২০০৮). এনভায়রনমেন্ট এন্ড নেচার ইন বুদ্ধিজম. ইন এইচ. সেলিন (সম্পা.), *এনসাইক্লোপিডিয়া অফ দ্য হিস্ট্রি অফ সায়েন্স, টেকনোলজি, এন্ড মেডিসিন ইন নন-ওয়েস্টার্ন কালচারস* (পৃ. ৭৭৫-৭৭৬). স্প্রিঙ্গার।

৪। ডি সিলভা, পি. (২০০৯). বুদ্ধিজম, এনভায়রনমেন্ট এন্ড দ্য হিউম্যান ফিউচার. *ইন বুদ্ধিস্ট অ্যাপ্রোচ টু এনভায়রনমেন্টাল ক্রাইসিস: ইউএনডিভি কনফারেন্স ভলিউম* (পৃষ্ঠা নং -১৬). থাইল্যান্ড: দি ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট কনফারেন্স অন দ্য ইউনাইটেড নেশনস ডে অফ ভেসাক সেলিব্রেশনস।

৫। গুপ্ত, শুভেন্দু। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১১৪। পূর্বোক্ত

৬। ডি সিলভা, পদ্মশ্রী। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং -১৬

৭। স্টেইন, সি. (২০১৬). এনগেজড বুদ্ধিস্ট প্র্যাকটিস অ্যান্ড ইকোলজিক্যাল এথিকস. *ওয়ার্ল্ডভিউস, ২০(২),*. পৃষ্ঠা নং - ১৯৬ – ১৯৭। ব্রিল।

৮। গুপ্ত, শুভেন্দু। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১১৪।

৯। চ্যাপেল, সি. কে. (১৯৯৭). অ্যানিম্যালস এন্ড এনভায়রনমেন্ট ইন দ্য বুদ্ধিস্ট বার্থ স্টোরিস. ইন এম. ই. টাকার ও ডি. আর. উইলিয়ামস (সম্পা.), *বুদ্ধিজম এন্ড ইকোলজি: দ্য ইন্টারকানেকশন অফ ধর্ম এন্ড ডিডস* (পৃ. ১৩৮ – ১৪০). হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নস পাবলিকেশন্স।

১০। তদেব।

১১। শোয়েরার, ডি. কে. (২০০৬). অ্যান অ্যাসেসমেন্ট অফ বুদ্ধিস্ট ইকো-ফিলজফি. *দ্য হার্ভার্ড থিওলজিক্যাল রিভিউ, ৯৯(২),* ১২৫ – ১২৬। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস।